মসজিদ, দীন ও ফাক্‌রুদ্দীন

বাঁশের ফাটায় ইসলাম

"আল্লাহ বলেছেন, হে বান্দা তুমি নিজেকে অতি চালাক বা সর্বজ্ঞানী মনে করিও না এবং সর্বদা আঞ্চলিকতার গর্বে নিজেকে বলীয়ান দেখাইওনা। শান্তিপ্রিয় কোন দেশে গমন করিয়া সেখানে অঞ্চলভিত্তিক ভেদাভেদ সৃষ্ঠি করিয়া কখনো সামাজিক ফায়দা লুষ্ঠন করিও না এবং একটি বিশেষ অঞ্চল বা গোত্রের মুরুব্বি সাজিয়া নিজ দেশের অন্যকোন অঞ্চল বা গোত্রের কাউকে কখনো ধোঁকা বা সচারাচার হুমকী দিতে চেষ্টা করিও না। তাহা হইলে তোমার দুই ঠোঁটের মধ্যখানে সুরক্ষিত নরম জিহ্বাটি আমি টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব। প্রবীণ হইয়া যদি তোমার ইজ্জত তুমি নিজে রক্ষা করিতে না পার তবে আমি তোমাকে প্রকাশ্য দিবালোকে তোমার স্ত্রী পরিজনের সম্মুক্ষে সদ্য ভুমিষ্ঠ অথবা নবীন কোন মানব সন্তান কর্তৃক নাঙা করিয়া দিব এবং তোমার উপর নালত বর্ষণ করিব। তোমার ইন্তেকাল পর তোমার নামাজে-জানাজা এবং কুলখানীর সময় আগত মুসল্লিরা তোমার কৃতকর্ম ও সুরাত স্মরণ করিয়া তখন বুঝিতে পারিবে যে তুমি জীবিতাবস্থায় কি যন্ত্র আছিলা।" বলেছিলেন পীরে কামেল ও হাদিয়ে আব্বাস আল্‌হাজ্ব ফক্কর উদ্দিন শ্রীহট্ট, ছাগলনাইয়া, নোয়াখালী, বাংলাদেশ।

কার আল্লাহ কি বলেছেন অথবা কোন পীরে কামেল তার খানকা শরীফ থেকে তার অভাগা মুরিদকে কি নছিহত করেছেন তা বিবেচনা করার ফরসুত এই সাইবার যুগে এখন আর নেই। কোন্ অভিধানে 'ইসলাম' এর অর্থ 'শান্তি' লেখা আছে তা আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনদিন স্বচক্ষে দেখিনি, তবে মুখস্ত পড়ে আসা সেই অর্থটি মনে প্রানে বিশ্বাস করতে এখনো নিরন্তর চেষ্টা করছি। 'ইসলাম' এর আভিধানিক অর্থ 'বিভেদ' বা 'সন্ত্রাস' তা এখন শুনছি, দেখছি অনেক। কিছু পথভ্রষ্টের কারনে আধুনিক বিশ্ব এখন মনে করে যে সন্ত্রাস এবং ইসলাম একই সুতীকাগারে জন্মগ্রহণকারী মানবতাবিরোধী দুটি জমজ সন্তান। ধর্মিয় চর্চায় আমি একনিষ্ঠ না হলেও মুসলিম পিতামাতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করায় এ ধরনের অপবাদ শুনে সত্যি বিব্রত বোধ করি, লজ্জায় নিজেকে গুটিয়ে রাখি অপবাদ প্রচারকারী ঐ সমাজ থেকে। কথিত আছে যে 'নামাজ' কখনো কোন ব্যক্তির আচরন পরিবর্তন করতে পারেনা এবং এটাই আজ প্রমানিত সত্য। যদি কেউ সভ্য ও শান্তিপ্রিয় হয়ে থাকেন তবে তা হয়ে থাকে সম্পূর্ণ তার পারিবারিক পরিবেশ ও মুক্তমনা শিক্ষার কারনে। অধার্মিকরা তিরস্কার করে বলেন যে, যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে বলে স্বপ্রচার করে তাদের আচরনে সব সময় এক ধরনের উগ্রতা লক্ষ্য করা যায় এবং কপালের ঠিক মধ্যখানে যেখানে অমুসলিম নারীরা সিঁদুর ফোটা দিয়ে তাদের 'কুমারিত্ব-ঘোচন' প্রদর্শন করেন কপালের ঠিক সেস্থানে নামাজ পড়ে যে ব্যক্তি ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় রাহুগ্রস্থ একটি ধুসর চন্দ্র সৃষ্ঠি করে থাকেন তারা স্বভাবগতভাবে হয়ে থাকে নীরব সন্ত্রাসী। ডোরা কাটা দাগ দেখে যেমন একটি সন্ত্রাসী ও হিংস্র বাঘকে শনাক্ত করা হয়ে থাকে ঠিক তেমন করে কপালের সেই দাগ দেখে অতি সহজে বর্তমান বিশ্বে একটি ধর্মের বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিদেরকে চিহ্নীত করার একটি প্রস্তাব দিয়েছিল মার্কিন মুল্লুকের কয়েকজন সন্ত্রাস বিশেষজ্ঞ। সে জন্যে 'ঘঁষা-কপাল'এর কারো হাতের ছাপ পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই বলেও তারা প্রস্তাব করেছিলেন। এ ধরনের বিশ্লেষন কতটুকু সত্য বা যুক্তিযুক্ত তা বুঝার ক্ষমতা না থাকলেও আমি কৈশরে বাংলাদেশের কুখ্যাত রাজাকার, ইনকিলাব পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও হাইমচরের সাংসদ মাওলানা আলহাজ আব্দুল মান্নানের 'ঘঁষা-কপাল' দেখে জীবনে প্রথমবারের মত ধাঁধাঁয় পড়েছিলাম কিন্তু মধ্যবয়সে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র আরাফাত রহমান কোকোর কপালেও সম্প্রতি সেই ছায়া দেখে আমার দীর্ঘদিনের লালিত ধাঁধাঁটি

ঘঁষা-কপালের কোকো এখন কারাগারে

নিমেষে কেটে যায়। বাংলাদেশে ইসলামের ধ্বজাধারী বলে দাবীদার কুখ্যাত সন্ত্রাসী ও চম্বলের দস্যু বিরপ্পনের প্রেতাত্মা 'বাংলা ভাই' এর কপালেও রাহুগ্রস্থ চাঁদের সেই আতঙ্কিত ছায়াটি আমি দেখেছি। নামাজ একজন দীনদারকে কতটুকু শান্তিপ্রীয় ও সহনশীল করে তার জ্বলন্ত নমুনা দেখে আমি মাঝে মাঝে উদাস হয়ে পড়ি। আর আমার সেই উদাসীনতার কপাটে আচানাক দমকা হাওয়ার ঝাপটা লাগে সম্প্রতি সিডনীবাসী কতিপয় বাংলাদেশী মুসল্লির মসজিদ নিয়ে নানারকম চক্রান্ত ও কেলেঙ্কারী দেখে। মসজিদটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রতিনিয়ত হ্যাপা লেগেই আছে। চিহ্নীত কিছু ঘঁষা-কপালধারীর উগ্রতা ও রক্তক্ষয় দিয়ে পবিত্রঘরটির অভ্যান্তর অপবিত্র হয়েছিল কয়েকবার। পুলিশ ও আদালত করে করে ক্লান্ত হয়ে কয়েকজন এক পা কবরে ঢুকিয়ে শেষদিনের অপেক্ষায় অবসরে দাঁতের ফাঁকে খেঁজুর কাঁটার খিলালি চালাচ্ছেন এখন। বাংলাদেশীদের এই মসজিদটি নিয়ে দুটি মামলা এখনো অষ্ট্রেলিয়ার আদালতে মিমাংসাহীন হয়ে পড়ে আছে। বাংলাদেশী মুসল্লিদের একমাত্র গর্ব ও 'আখেরাতের ব্যাংক' অর্থাৎ যেখানে গিয়ে কিয়ামতের জন্যে পুন্য সঞ্চয় করা হয়ে থাকে এবং সেই পুন্য যে কেশিয়ার অর্থাৎ যে ইমামের মাধ্যমে সঞ্চয় করা হয়ে থাকে তার চরিত্র ও সততাকে নিয়েও জনমনে এখন উঠেছে প্রশ্ন। বিভেদ সৃষ্ঠি হয়েছে উক্ত মসজিদ কমিটির অভ্যন্তরে, দেখা দিয়েছে ফাটল, ভেঙে পড়েছে 'চেইন অফ কমান্ড'। সঞ্চিত ক্ষোভ ও ঘৃনার কারনে অনেক ভদ্র ও শান্তিপ্রীয় বাংলাদেশী মুসল্লী ঈদের জামাত ছাড়া এই মসজিদটিতে ঘুনাক্ষরেও এখন পা মাড়ান না। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে বাংলাদেশী এই মসজিদটির নিয়মিত বাঙালী মুসল্লি হাজিরার সংখ্যা অতি নগন্য, মাত্র ১.০৭%। তবুও 'ঘঁষা কপাল'ওয়ালা এবং একশ্রেণীর সুযোগ সন্ধানীর কারনে এখানে নিরন্তর ক্ষমতা দ্বন্দ লেগেই আছে প্রবাসী এই হতভাগা মুসলমান বাংলাদেশীদের মধ্যে।

'ঘঁষা-কপাল'ধারী কুখ্যাত সন্ত্রাসী বাংলাভাই

সম্প্রতি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার [বি.আই.সি] অর্থাৎ যে সংগঠন এই মসজিদটি রক্ষনাবেক্ষন করেন তাদের কমিটির মধ্যেই প্রত্যক্ষ আন্তঃকলহ লক্ষ্য করা গেছে। কমিটির এক পক্ষ বলছেন মসজিদের বর্তমান ইমাম একজন মন্দচরিত্রের ব্যক্তি অর্থাৎ মিথ্যাবাদি ও অনাহুত গীবত রচনা করেন। উক্ত বিষয়ে কমিটির পক্ষ থেকে কর্ণফুলীর দপ্তরে একটি প্রেস নোট আসে যা সিডনীর আরো কয়েকটি ওয়েবসাইট ও বি.আই.সি'র নিজস্ব মুখপত্র 'হিদাইয়া'তেও প্রচারিত হয়। দ্বিধাবিভক্ত মুসল্লিদের কথা নয় বরং কর্ণফুলী তার পাঠকদের আখেরাতের কথা বিবেচনা করে অতিদ্রুত বি.আই.সি'র প্রেরীত উক্ত প্রেস নোটটি ছাপানো হয় যাতে ভবিষ্যতে উক্ত বিতর্কিত ইমামের পেছনে কেউ নামাজ আদায় করে গুনাহ্গার না হয়। কারন বি.আই.সি'র প্রেস নোটটি যদি সত্য হয়ে থাকে তবে অভিযুক্ত উক্ত গীবতকারী ও মিথ্যুক ইমামের পেছনে নামাজ পড়াও 'হারাম' বলে অনেক মুসল্লি কর্ণফুলীর কাছে মন্তব্য করেছেন। যারফলে ছুটির দিনেও প্রায় সকল বাংলাদেশী তাদের ঘামঝরা কষ্টের উপার্জন ও দান-অনুদানে প্রতিষ্ঠিত উক্ত মসজিদে না গিয়ে নিজ নিজ এলাকার মাসালা অথবা মসজিদে নামাজ পড়ছেন।

উক্ত প্রেস নোটটি প্রচারের ঠিক চারদিন পর আচানক বি.আই.সি'র বর্তমান সভাপতি ফাক্ রুদ্দীন চৌধুরী একটি ইমেইলে কর্ণফুলীকে তার ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি তার সংগঠনের কিছু গোপন তথ্য স্বপ্রনোদিত হয়ে প্রকাশ করে কর্ণফুলীকে একটি প্রচ্ছন্ন হুমকীও প্রদান করেন। ফাক্রুদ্দীনের চিঠিটিতে স্পষ্ঠত প্রমানিত হয় যে নেত্রিত্বের কোন্দলে বাংলাদেশের একমাত্র ইসলামিক সংগঠনটি বর্তমানে কি যাতনা ভোগ করছে এবং সভাপতি হিসেবে কমিটির একাংশের কাছে তিনি কিভাবে উপেক্ষিত হয়েছেন। ইসলামী দীন গ্রহণকারী এই হতভাগা মানব সম্প্রদায়ের মাঝে কবে বিভেদ ঘুচে শান্তি ফিরে আসবে এবং জাহান্নামের তপ্ত উনুনে পোড়া এই ধরাধামে কবে সেই তথাকথিত ইমাম মাহাদীর আর্বিভাব হবে তা একমাত্র তাদের 'আল্লাহ' জানেন। আমরা শুধু এই ধর্মিয় গুরুদের মুখপানে চেয়ে থাকি যেমন করে অবোধ ও নিষ্পাপ শিশুরা থাকে তাদের পিতামাতার দিকে।

বনি আমিন, প্রধান সাম্পানওয়ালা